কস্তে পুত্রঃ

আটটার সময় ট্যাক্সিকে আসতে বলা হয়েছিল। প্রতিবারই সময়ের অল্প একটু এদিক ওদিক করে। দরজায় তালা মেরে সিঁড়ি ভেঙ্গে নীচে নেমে কাগজপত্তর মেডিক্যাল রিপোর্টের ফাইল খাবার জলের বোতল ইত্যাদি সামলে ট্যাক্সিতে উঠে ড্রাইভারকে রাস্তার নির্দেশ দিতে দিতে আটটা চল্লিশ হয়ে গেল। অদূরে আরও একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিল। যাত্রী সমেত। আমরা নিজেদের ট্যাক্সিতে ওঠার আগেই সেটা পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল।

শুভেন্দু ভুরু কুঁচকে বললো, "মিসেস দামোদরণ আর ওদের কাজের মেয়েটা না?"

বললাম, "জানিনে বাপু, মিসেস দামোদরণকে কবেই বা দেখলাম যে চিনতে পারবো? চব্বিশ ঘণ্টা ঘরে দোর এঁটে থাকে, সেই আট বছর আগে এ বাড়িতে এসে ইস্তক তাই তো দেখে আসছি। আজ আবার এত সকালে ট্যাক্সি করে কোথায় যাওয়ার প্রয়োজন পড়লো?"

দামোদরণরা আমাদের নীচের তলার প্রতিবেশী। ভারি অমিশুক পরিবার। কলোনির কারও সঙ্গে আসা যাওয়া নেই। শুনেছি ভদ্রমহিলার কি একটা নার্ভের ব্যামো আছে। খুব সাবধানতা মেনে চলতে হয়। হাঁটা চলা, খাওয়া বসা সব ব্যাপারেই বহু বাধানিষেধে বাঁধা ক্ষীণ হ্রস্বীকৃত জীবন ধারণ করে আসছেন বহু বছর ধরে। বছর কুড়ির একটা মেয়ে আছে, সেটিও মানসিক প্রতিবন্ধী। দামোদরণ নিজে অবশ্য সুস্থ-সবল কিন্তু বাড়ির বাইরে ক্বচিৎ কখনো দেখা যায় তাকে। এমন কি ওদের নিজেদের লনেও বাড়ির কাউকে দেখতে পাওয়া যায় না। কাজের মেয়েটাই সব কাজকর্ম করে - বাজার যায়, বাগানে জল দেয়, লনে কাপড় শুকোতে দেয়। হামেশাই আনাগোনা করতে দেখা যায় তাকে। শুধু বাড়ির লোকেরাই অদৃশ্য, অসূর্যম্পশ্যা হয়ে থাকে।

এলাকার অন্যান্য পাড়ার থেকে আমাদের কলোনিটা নাকি অনেক ব্যাপারেই অন্যরকম, লোকমুখে শুনে আসছি বরাবর। এখানকার বাসিন্দারা নাকি সামরিক জীবন থেকে অবসর গ্রহণের পরও সামরিক জীবনের কায়দাকানুন মেনে চলে।

আমি তো তেমন কিছু বিশেষত্ব দেখি না। তবে হ্যাঁ, প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে অহেতুক কৌতূহল প্রকাশ অথবা অযাচিত ঘনিষ্ঠতার প্রয়াস বড় একটা চোখে পড়ে না।

আমাদের বাড়ি থেকে আর্মি হাসপাতাল কুড়ি-বাইশ কিলোমিটারের বেশী নয়। পৌনে এক ঘণ্টা থেকে দেড় ঘণ্টার মত লাগে - রাস্তায় ভিড়, ট্র্যাফিক জ্যাম ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। আজ হাসপাতালে পৌঁছতে পৌনে দশটা বেজে গেল। রিসেপশন খোলে ন'টায়। দেরীতে আসার দরুন আমাদের নম্বর হল পঁয়ত্রিশ। মনটা খিঁচড়ে গেল, অতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে ভেবে।

কড়িডোরে লম্বা লাইন দিয়ে অপেক্ষমান রুগীরা বসে রয়েছে। আধিকারিক ও তাদের পরিবারবর্গের বসার জন্যে আলাদা একখানা ঘর। নরম গদি আঁটা চেয়ার, সংলগ্ন বাথরুম। খান দুয়েক চেয়ার খালি ছিল। শুভেন্দু আমাকে বসিয়ে বাইরে গেল। আমি আশেপাশের লোকজনের দিকে দৃষ্টি নিবেশ করলাম। আমার দু'পাশে দু'জন ভদ্রলোক ধৈর্যশীল মুখে নিশ্চুপ বসে আছেন। বাকি চেয়ারগুলোতে যারা, মনে হচ্ছে একই পরিবারের সব। এমন সোচ্চার সরব যেন পিকনিকে এসেছে। দলের মধ্যমণি একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক। সবাই নানাভাবে তাকে নিয়েই ব্যস্ত। ভদ্রলোককে কিন্তু মোটেই রুগী বলে মনে হচ্ছে না। সমানে ঠাট্টা খুনসুটি করে যাচ্ছেন দলের বাকি সদস্যদের সঙ্গে। আমি টেবিল থেকে একখানা ম্যাগাজিন তুলে নিলাম। মনোযোগ রইলো সামনের মানুষগুলোর উপর।

ভদ্রলোকের পাশে বসা হাসিখুশি প্রৌঢ়াটি তাঁর স্ত্রী। একটি বছর তিরিশেকের মহিলা ও ওই বয়সের এক যুবক ওদের ড্যাডি ও মাম্মি বলে সম্বোধন করছে। হয় ওরা ওদের ছেলে ও ছেলের বউ নয়তো মেয়ে আর জামাই। কোনটা, কিছুতেই ধরতে পারছিলাম না। হঠাৎই জ্ঞানোদয় হল। ওদের নাম বাব্‌লি আর পঙ্কজ। ভাবলাম তাহলে নির্ঘাৎ ওরা মেয়ে জামাই হবে। মেয়ের ডাক নাম ব্যবহার করছে, জামাইকে পোশাকী নামে ডাকছে। সেটাই দস্তুর। বাবা এবং শ্বশুরের আদর যত্নের বহর দেখে অবাকই লাগছিল। শুনলাম ভদ্রলোকের চোখের অপারেশন হবে আজ। সেইজন্যে বাব্‌লি আর পঙ্কজ গতকাল পুণা থেকে প্লেনে এসেছে। আগামীকাল চোখের পট্টি খোলা হলে তারপর পুণা ফিরে যাবে। আগামী সপ্তাহে আবার দু'দিনের জন্যে এসে বাবা ওরফে শ্বশুরের চোখের

অগ্রগতি দেখে যাবে। পুণায় চাকরিবাকরি ঘরসংসার ফেলে এসেছে।

প্রৌঢ় বললেন, "এভাবে বারেবারে আসার কি দরকার? আজকে অপারেশনটা দেখে যাচ্ছো সেই খুব।"

পঙ্কজ বললো, "আপনিই তো আমাদের সঙ্গে পুণা যেতে রাজি হচ্ছেন না। সেইজন্যে আমাদের আসতে হবে। চলুন না, মাস খানেক কাটিয়ে আসবেন। মাম্মিকে ঘড়ি ধরে বার বার আপনার চোখে ওষুধ দিতে হবে না। আমরা থাকবো।"

প্রৌঢ়া হেসে বললেন, "ওষুধটা আমি অনায়াসে দিতে পারবো, ভেবো না। বরং এসব মিটে গেলে মাস দুয়েক পরে পুণা যাবার কথা ভাবা যাবে।"

এর মধ্যে পঙ্কজ দু'বার কফি এনে দিলো। প্রথমবার পাশের কফি-বুথ থেকে। সেই কফি নাকি ভীষণ মিষ্টি। সবাই মিলে চাখাচাখি করে বাতিল করে দিলো। প্রৌঢ় ভদ্রলোক চুমুক লাগিয়েছিলেন, পঙ্কজ মিনতি করে কাপ নিয়ে নিলো ওঁর হাত থেকে। ভদ্রলোকের মিষ্টি খাওয়া মানা কিনা বুঝলাম না। পঙ্কজ সবকটা প্লাস্টিকের কাপ - মোট চারটে - নিয়ে বেরিয়ে গেল। বাবলি বাবার তদারক করতে লাগলো। কখনো কুশনটা বাঁদিক থেকে সরিয়ে বাবার ডানদিকে দিচ্ছে। একটু পরে আবার একটু তেরছা করে পিঠে ঠেকনো দিয়ে রাখছে। ঘড়ি ধরে চোখে ওষুধ দিয়ে যাচ্ছে অপারেশনের আগে যে রকম দেওয়া নিয়ম। খানিক পরে অ্যালুমিনিয়ামের ফয়েলে মুখ আঁটা দু'টো প্লাস্টিকের কাপ হাতে পঙ্কজ ঘরে ঢুকলো। দূরে এক তলায় রেস্টুরেন্ট আছে, সেখান থেকে কম চিনি দেওয়া স্পেশাল কফি তৈরী করিয়ে এনেছে। একটা কাপের ঢাকা খুলে প্রৌঢ়ের হাতে দিলো। অন্য কাপটায় গরম জল আছে। কফি যদি বেশী কড়া মনে হয় জল মেশানো যেতে পারবে।

শুভেন্দু দরজার কাছে এসে আমায় ডাকলো। এখন একুশ নম্বর রুগী চেম্বারে ঢুকেছে। আমার ডাক আসতে ঢের দেরী। আমরা কফি বুথে গিয়ে কফি খেলাম।

সেদিন বাড়ি ফিরতে বেলা দু'টো বেজে গেল। ফ্রিজে খাবার ছিল, আগের দিন রেঁধে রেখেছিলাম সব। খেয়েদেয়ে একটু গড়িয়ে নেবো ভেবেছিলাম। সবে ভাতঘুমটা এসেছে এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো। শুভেন্দু রিসিভার তুলে কার সঙ্গে কথা বলতে লাগলো। শোবার ঘর থেকে কিছু কিছু কথা কানে এলো -

"হার্ট অ্যাটাক --- ক্রেমেশন ---"। আমি তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। শুভেন্দু রিসিভার রেখে আমার কাছে এসে বসলো।

বললো, "দামোদরণ খানিক আগে মারা গেছে।"

দু'দিন আগে নাকি হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। সেইদিনই নার্সিংহোমে ভর্তি হয়। ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে ছিল। আজ ভোর রাত্রে আবার একটা ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। বেলা বারোটা নাগাদ সব শেষ। বডি নার্সিংহোমের মর্গে রাখা থাকবে। দামোদরণের ছেলে এলে ক্রেমেশন হবে।

"দামোদরণের ছেলে আছে জানতাম না তো?"

"ওদের বিষয় কতটুকুই বা জানি আমরা? সে সব কথা যাক। চতুর্বেদি ফোন করেছিল। বললো ক্রেমেশনে রেসিডেন্টস্ ওয়েলফেয়ার কমিটির তরফ থেকে আমাদের যাওয়া দরকার।"

"ছেলে কখন আসবে?"

"তা জানিনে। তবে চতুর্বেদি আমায় খবর পাঠাবে কখন যেতে হবে। নার্সিংহোম থেকে বডি সোজা ক্রেমেটোরিয়ামে যাবে। বডি বাড়ি আনা হবে না, লাভও নেই কিছু।"

মনটা ভারী হয়ে গেল। প্রতিবেশী পরিবারে এমন একটা অঘটন ঘটে গেল, টেরও পেলাম না কেউ। রুগ্ন স্ত্রী আর পঙ্গু মেয়েটা না জানি কি নিদারুণ অবস্থার মধ্যে রয়েছে।

পরদিন সকাল দশটায় নার্সিংহোমে যেতে বললো চতুর্বেদি। দামোদরণের ছেলে এসে গেছে। ওয়েলফেয়ার সোসাইটির লোকেরা সবরকম ব্যবস্থা করে রেখেছিল পরিবারের ইচ্ছানুযায়ী। নার্সিংহোমের গেটের কাছে শব-বাহক গাড়িতে বডি তোলা হল। পিছনে আরও পাঁচ ছ'টা গাড়িতে পাড়ার কিছু লোকজন চলল। ফোনে ক্রেমেটোরিয়ামের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল চতুর্বেদি। সেখানেও মোটামুটি সব ব্যবস্থা রেডী ছিল। শহর থেকে দামোদরণের কয়েকজন আত্মীয় পরিজন এসেছিল।

ক্রেমেটোরিয়ামের গেটের বাইরে গাড়ি থেকে নেমে পড়লো সবাই। সব মিলিয়ে জন কুড়ি লোক। তাদের মধ্যে একটি চেনা মুখ দেখে ভারী অবাক হলাম। পঙ্কজ। গতকাল যার শ্বশুরের পরিচর্যা করার বহর দেখে অভিভূত হয়েছিলাম। এখানে কি করছে পঙ্কজ? চতুর্বেদি পরিচয় করিয়ে দিলো। শুনলাম পঙ্কজ নাকি দামোদরণের ছেলে। দামোদরণের দু'টি সন্তান। মেয়েটি পঙ্গু, মানসিক

প্রতিবন্ধী। ছেলে মেধাবী, স্বাস্থ্যবান, সুপ্রতিষ্ঠিত।

জানি, এই পরিস্থিতিতে আমাদের কিছু বলা উচিৎ ছিল : পরিচয়-পর্বের প্রত্যাশিত সম্ভাষণ ---- শোকের সময় একটু সহানুভুতির বাণী ----। কিন্তু শুভেন্দু বা আমি, আমাদের কারো মুখেই কথা জোগালো না। আমরা নির্বাক ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলাম।